০৯-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- নাম রূপ থেকে উর্ধ্বে কোনো জিনিষ হতে পারে না, আত্মা পরমাত্মাকেও নাম রূপের উর্ধ্বে বলতে পারা যাবে না। তাতেও অবিনাশী ভুমিকা নথিভুক্ত রয়েছে"

প্রশ্নঃ- শিববাকে ভোলানাথ বলে স্মরণ করে থাকে, তাঁকে ভোলা কেন বলা হয়?

উত্তরঃ- কারণ বাবাই অহল্যা(পাথরের মতো বুদ্ধি যাদের) গণিকা(পুণ্যকর্ম থেকে যারা দূরে রয়েছে) , কুব্জাদের(কূটিলতা সম্পন্ন) উদ্ধার করেন। তাদের বিশ্ব রাজত্বের উত্তরাধিকার দেন। মানুষ তো বাবার জন্য বলে দেয়-- দুঃখও উনি দেন, সুখও উনিই দেন, কিন্তু বাবা বলেন আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের জন্য সুখের রাজ্য স্থাপন করি। আমাকে দুঃখ হর্তা সুখ দাতা বলা হয়ে থাকে। বিচার করে দেখ যে আমি বাবা হয়ে বাচ্চাদের দুঃখ কি করে দিতে পারি।

গীতঃ- দূর দেশের অধিবাসী.....

ওম্ শান্তি। রুহানি বাচ্চারা গীত শুনল অর্থাৎ রুহ এই শরীরের কান রূপী কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা গীত শুনল-- দূরদেশ থেকে মুসাফির(ভ্রমণকারী) এসেছেন। তোমরা সবাই মুসাফির(ভ্রমণকারী) তাই না! মনুষ্য আত্মারা সকলেই হল মুসাফির। আত্মাদের কোনো ঘর নেই। আত্মা হলই নিরাকার। নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী নিরাকারী আত্মা। সেটাকে বলা হয়ে থাকে নিরাকারী আত্মাদের ঘর, দেশ বা লোক। একে জীবাত্মাদের দেশ বলা হয়ে থাকে। ওটা হল আত্মাদের দেশ তারপর যখন আত্মারা এখানে এসে শরীরে প্রবেশ করে তো নিরাকার থেকে সাকার হয়ে যায়। এরকম নয় যে আত্মাদের কোনো রূপ নেই। রূপ অবশ্যই আছে, নামও আছে। এত ছোট আত্মা কত ভুমিকা পালন করে-- এই শরীর দ্বারা। প্রত্যেক আত্মাতে ভুমিকা পালনের কত রেকর্ড ভরা রয়েছে। রেকর্ড একবার ভরা হয়ে গেলে তারপর যতবার পুনারাবৃত্তি হোক, সেটাই চলবে। শরীরের মধ্যে আত্মা হল একটি রেকর্ড, তাতে ৮৪ জন্মের সব ভুমিকা ভরা থাকে। আত্মা যেমন নিরাকার সেইরকম বাবাও হলেন নিরাকার । কোথাও-কোথাও শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে উনি নাম-রূপের উর্ধ্বে । কিন্তু নাম- রূপ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আকাশেও মেরু অঞ্চল আছে, নাম- রূপ তো আছে তাই না। নাম ছাড়া কোন বস্তু হয়ই না। মনুষ্য ভাবে পরমপিতা নাম-রূপ থেকে পৃথক আছেন। যদি নাম না থাকে তবে রূপও নেই, দেশও নেই। তা হলে তো কিছুই হতে পারে না। ডেকেও থাকে দূর দেশের অধিবাসী পরমপিতা পরমআত্মা। এখন দূরদেশে আত্মারা থাকে, এটা সাকার দেশ আছে, এখানে দুইএর রাজ্য চলে-রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। অর্ধেককল্প রামরাজ্য আর অর্ধেককল্প হোল রাবণরাজ্য। এটা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগ থেকে ঈশ্বরীও রাজ্য শুরু হয়, রামরাজ্য স্থাপন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। উনি কখনও রাবণরাজ্য স্থাপন করতে পারেন না। বাবা বাচ্চাদের জন্য দুঃখের রাজ্য থোড়াই গড়বেন। বলে থাকে ঈশ্বরই দুঃখ সুখ দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের দুঃখ কি করে দিতে পারি। আমার তো নামই হল দুঃখ হর্তা সুখ দাতা। এটা তো মানুষেরই ভুল। ঈশ্বর কখনও দুঃখ দেন না। এই সময় হলই দুঃখের দুনিয়া। অর্ধেককল্প রাবণ রাজত্বে দুঃখই পাও। সুখ একটুও নেই। সুখের দুনিয়াতে দুঃখ কখনও হয় না। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । এখন তোমরা

রয়েছ সঙ্গমে। একে নতুন দুনিয়া তো কেউই বলবে না। নতুন দুনিয়ার নামই হল স্বর্গ। ওটাই আবার পুরানো দুনিয়া তৈরি হয়। নতুন জিনিষ যখন পুরানো , খারাপ হয়ে পরে তখন পুরানো জিনিষকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। মানুষ বিষ(বিকার)কেই সুখ মনে করে। বলাও হয়ে থাকে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাবে। গ্রন্থতে(গ্রন্থ সাহেব) গুরুনানকও একথা বলেছেন । অসংখ্য চোর.....বাবার মহিমা গায়, আপনি এসে যা করবেন তাতে ভালই হবে। তা না হলে রাবণরাজ্যে মানুষ খারাপ কাজই করবে। বাবা-ই এসে নোংরা কাপড় ধোয়(মৃত পলীতি কপড়ে) । গ্রন্থ সাহেবে এ বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে। সিন্ধি লোকেরা গ্রন্থ সাহেব রাখে। এখন তারা তো শিখধর্মের নয়। তারা তো হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। শিখদের আছেন গুরুনানক। তাঁর দাড়ি লম্বা চুল ইত্যাদি ছিল। তাই সব শিখদের দাড়ি লম্বা চুল ইত্যাদি রাখা আবশ্যক । আজকাল তো দাড়ি রাখে না। খুব শৌখিন(Fashionable) হয়ে গেছে। তা না হলে অনুসরণ তো করা দরকার তাই না। আমরা গুরুনানকের অনুসরণ কারী হলে তো গুরনানককে অনুসরণ তো করতে হবে তাই না। এটা তো এখন বাচ্চাদের জ্ঞান হয়েছে যে গুরুনানক ৫০০ বর্ষ আগে এসেছিলেন আবার কবে আসবে? তোমরা শীঘ্র বলে দেবে। কাউকে প্রশ্ন করো যে এটা তো বলো গুরুনানক কবে আসবেন? তো বলবে ওঁনার আত্মার জ্যোতি জ্যোতিতে মিশে গেছে। আসবেন আবার কি করে। তোমরা বলবে আজ থেকে ৪৫০০ বর্ষ পরে গুরুনানক আবার আসবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সকল দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোল ঘুরতেই থাকে। বুদ্ধ, ক্রাইস্ট প্রমুখ সকলের জন্য বলা হয় এই সময় সবাই তমোপ্রধান, কবরস্থ আছেন। এই সময়কে বলা যায় মহাবিনাশের সমীপের(দোরগোড়ায়) সময়। সব মনুষ্য মাত্রই যেন মরে পরে আছে। সবার জ্যোতি যেন নিভে গেছে। বাবা আসেন সবাইকে জাগাতে। বাচ্চারা যারা কাম- চিতায় বসে ভস্ম হয়ে গেছে তাদেরকে অমৃত বর্ষার দিয়ে জাগিয়ে সাথে নিয়ে যাবেন। মায়া কাম- চিতায় বসিয়ে কবরস্থ করে দিয়েছে। শুয়ে রয়েছে তারা। এখন বাবা অমৃতের ছিটা দিচ্ছেন। অমৃতসর নাম এইজন্য রাখা হয়েছে। বাবা এসে অমৃতের ছিটা দিচ্ছেন । এখন কোথায় জ্ঞান অমৃত আর কোথায় জল ! শিখদের বড় দিন এলে খুব ধুমধামের সাথে জলাশয় পরিষ্কার করে, মাটি বের হয়-- এইজন্য নামই রাখা হয়েছে- অমৃতসর। অমৃতের জলাশয়। এখন গুরুনানক সাহেব তো কোনো জ্ঞানের সাগর নন, উনিও বাবার মহিমা করেছিলেন। উনি নিজেই বলেন এক ওঁকার, শতনাম, উনি সদাই সত্যবাদী।

সত্যনারায়ণের কথা আছে তাই না। সিন্ধুপ্রদেশের লোকেরা বিদেশে গেলে তার আগে সত্য নারায়ণের কথা পাঠ রাখে। ভাবে সত্য নারায়ণের কথার দ্বারা নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবে। অমরকথা, তিজরির কথা ভক্তিমার্গে কত কথা শুনে এসেছ। বলে শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। উনি তো সূক্ষ্ম বতনের অদিবাসী ওখানে তাহলে কোন্ কথা শুনিয়েছিলেন ? এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। বাস্তবে তোমাদের অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকে নিয়ে যেতে এসেছি। মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে আমি নিয়ে যাই। বাকি সবাই সূক্ষ্মবতনে পার্বতী কি দোষ করেছে যে এসে ওনাকে কথা শোনাবেন? এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা নর থেকে নারায়ণ, আর নারী থেকে লক্ষ্মী হই। এটা হল অমরলোকে যাওয়ার জন্য সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা, তিজরির কথা। তোমাদের আত্মাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে।

বাবা বোঝান তোমরাই খুব সুন্দর (গুল-গুল) পূজ্য ছিলে আবার ৮৪ জন্মের পরে পূজারী হয়েছ এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে- নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। বাবা বলেন- আমি তো সদাই পূজ্য।

তোমাদের এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানাই। বলে হে রাম এসে আমাদের পবিত্র বানাও। সকল ভক্তরা ডাকে। আত্মারা ডাকে তাই না-- হে পতিত-পাবন। এখন তোমরা বুঝতে পারো গীতা কোনো কৃষ্ণ শোনান নি, পাবন বানান এক পরমপিতা পরমাত্মাই । এক জনই রাম। তাই বাবা বলেন যে যারা বলেন যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন তাদের মতামত নিতে থাকো। গীতার ভগবান শিব, কৃষ্ণ নন। প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করো ভগবান কাকে বলা হয়-নিরাকারকে না সাকারকে? কৃষ্ণ তো হলেন সাকার, শিব হলেন নিরাকার। তিনি শুধু এই শরীর ধার নেন। মাতার গর্ভ থেকে জন্ম নেন না। প্রথম নম্বর গর্ভে আসেন কৃষ্ণের আত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী। শিবের শরীর নেই। এখানে এই লোকে স্থূল শরীর আছে। বাবার মহিমা হল পতিত-পাবন সকলের সদগতি দাতা। সকলের মুক্তিদাতা, দুঃখ হর্তা সুখ দাতা। আচ্ছা সুখ কোথায় থাকতে পারে? সুখ পাবে পরের জন্মে। যখন রাবণের দুনিয়া শেষ হয়ে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যাবে। আচ্ছা মুক্ত কিসের থেকে করেন ? রাবণের দুঃখ থেকে। এটা তো দুঃখধাম আছে তাই না। আচ্ছা আবার পথপ্রদর্শকও (Guide) হন। এই শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যায়। আর আত্মাদের নিয়ে যায়। সবাইকে দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে, পবিত্র করে ঘরে নিয়ে যায়। লোকে যখন বিয়ে করে আসে তো তখন প্রথমে প্রবেশ করে স্বামী, তারপরে কণ্যা। তারপরে বরযাত্রী । এখন তোমাদের মালাও এরকম । উপরে আছেন শিববাবা ফুল, প্রথমে ফুলকে নমস্কার করবে। তারপর যুগল দানা ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর হলে তোমরা, যারা বাবার সহযোগী বাচ্চারা রয়েছো । ফুল শিববাবার স্মরণের দ্বারাই সূর্যবংশী বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতী-- তাঁরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। দেবতা, ক্ষত্রিয়....আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে জ্ঞান নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই মালা ওনাদেরকে নিয়েই তৈরি হয়ে আছে। এই ব্রহ্মা-সরস্বতীই রাজা- রানী হবেন। ওঁনারা পরিশ্রম করেছেন, তাই পূজিত হন। কেউ জানে না যে মালা কি জিনিষ। এমনিই মালা ঘোরাতে থাকে। ১৬১০৮ এরও মালা হয়। বড় বড় মন্দিরে রাখা হয়ে থাকে। ত কেউ এখান থেকে টানবে, কেউ ওখান থেকে। বাবা বম্বেতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতেন। মালা ঘোরাতেন, রাম- রাম জপ করতেন। ফুল তো হলেন শিববাবা তাই না! ফুলকেই রাম- রাম বলে তারপর পুরো মালাকে নমস্কার করে। জ্ঞান তো কিছুই নেই। পাদ্রীরাও হাতে মালা ঘোরাতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করো কার মালা ঘোরাচ্ছ? বলবে ক্রাইস্ট-এর স্মরণে মালা ঘোরাচ্ছি। ওঁদের বড় পাদ্রী (Senior priest) পোপ হয় তো আবার পোপেদের মালা হবে। ওনাদের সকলের চিত্র আছে। পোপেদের কত সম্মান রয়েছে । তাদের নিজেদের এটা জানা নেই যে ক্রাইস্টের আত্মা কোথায় আছেন ! তোমরা জানো যে ক্রাইস্টের আত্মাও এখন ভিখারি রূপে আছেন। তোমরাও এখন ভিখারি থেকে রাজা হচ্ছ (Beggar to Prince) I ভারতই রাজা ছিল, এখন ভিখারি হয়েছে আবার রাজা তৈরি হচ্ছে। তৈরি করে থাকেন এক রুহানি বাবা। ভিখারি থেকে রাজা হও। একটা রাজা-রানীর মহাবিদ্যালয়ও আছে, যেখানে গিয়ে তারা পড়েন। তোমরা এখানে পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজা-রানী হও। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হও।

এখন তোমরা বুঝেছো যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের রাজা ছিল সে ৮৪ জন্ম পরে ভিখারি হয়েছে। ৫ হাজার বছর আগে দেবী- দেবতারা কত বিত্তবান ছিলেন। এখন তাঁরা কাঙ্গাল ভিখারি হয়েছে। এই কথা কেবলমাত্র তোমরাই একথা শুনে থাকো । ভগবানুবাচ-- তিনি হলেন সকলের পিতা । তোমরা গড ফাদারের থেকে শোনো। গীতাতে এটাই ভুল করে দিয়েছে যে শিব ভগবান উবাচ- এর জায়গায় কৃষ্ণ উবাচ করে দিয়েছে। এইজন্য বলা হয়ে থাকে মিথ্যার দুনিয়া। এই সময় সমগ্র দুনিয়া কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। বম্বেতে বাবুলনাথের মন্দির আছে। বাবা এসে এই কাঁটাকে ফুল বানান।

সবাই একে-অন্যকে কাঁটা লাগায় অর্থাৎ কাম- কাটারি চালায়, এইজন্য একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগকে ভগবানের বাগান বলা হয়। ঐ ফুলই কাঁটা হয় আবার কাঁটা থকে ফুল হয়। সত্যযুগে কখনও রাবণ কে জ্বালানো হয় না। রাবণ হল ভারতের পুরানো শত্রু । তোমাদের লড়াই হল রাবণের সাথে, যে অর্ধেক কল্প দুঃখ দিয়েছে। অন্তিমে বড় লড়াইও হবে। সত্যিকারের দশহরা হবে। রাবণরাজ্যই শেষ হয়ে যাবে, তোমাদের আবার সোনার মহল লাভ হবে। এখন তোমরা রাবণের উপর জয়লাভ করে স্বর্গের মালিক হও। বাবা সারা বিশ্বের রাজ্যভাগ্য দেন, এইজন্য ওঁনাকে শিব ভোলা ভাণ্ডারী বলা হয়। গণিকা, অহল্যা, কুব্জা সবাইকে বাবা বিশ্বের মালিক বানান। কত ভোলা তিনি । আসেনও পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে। যারা স্বর্গের উপযুক্ত নয় তারা বিকারিদেরকে ছাড়তে পারে না। বাবা বলেন- বাচ্চারা এখন এই অন্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র হও। এই বিকার হল বিষ যা তোমাদেরকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখী বানায়। তোমরা কি এই অন্তিম জন্মে তা ছাড়তে পারো না? আমি তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানাই। তবুও তোমরা পবিত্র হও না। বিকার ছাড়া, সিগারেট ছাড়া, মদ ছাড়া থাকতে পারো না। আমি বেহদের বাবা বলছি-- তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও তা হলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো।

তোমরা জানো বাবা এসেছেনই সমগ্র দুনিয়াকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়া, শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। এখন সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। এক আদি সনাতন দেবী-দবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। গ্রন্থাসাহেবেও পরমপিতা পরমাত্মাকে অকালমূরত বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন মহাকাল। সেই কাল(মৃত্যু) তো একজন দুজনকে নিয়ে যাবে, আমি তো সকল আত্মাকে নিয়ে যাব, এইজন্য বলা হয় মহাকাল। আচ্ছা-

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাবা-দাদার স্মরণ ভালবাসা আর শুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান অমৃত পান করে অমর হতে হবে। নিজেকে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত বানাতে হবে। খারাপ অভ্যাসকে ছেড়ে দিতে হবে।

২) এখন পড়া পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজা- রানী হতে হবে। সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা শুনে নর থকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- মায়ার জ্ঞান থেকে অ-জ্ঞান(ইনোসেন্ট) আর জ্ঞানে স্ব-জ্ঞান(সেইন্ট, সন্ত) হওয়া সম্পূর্ণ পবিত্র ভব(হয়)।

যেরকম সত্যযুগী আত্মারা বিকারের জ্ঞান থেকে অজ্ঞানী হয়, সেই সংস্কার স্পষ্ট স্মৃতিতে থাকলে মায়ার জ্ঞান থেকে অ-জ্ঞানী হয়ে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্কার স্মৃতিতে স্পষ্ট তখনই থাকবে যখন আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি সব সময় আরও স্পষ্ট হবে। যেরকম দেহ স্পষ্ট দেখা যায় সেরকম নিজের আত্মার স্বরূপ স্পষ্ট দেখা যায় অর্থাৎ অনুভবে আসে তবে বলা হবে মায়ার থেকে অ-জ্ঞানী আর জ্ঞানে স্ব-জ্ঞানী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র।

স্লোগানঃ- ভিতরের অশুদ্ধিই সম্পূর্ণ শুদ্ধ হতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।